

العصر: ১-৩: الهمزة: ১-৩: الغيل: ১-৩

৭-৮

৩-৪

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفٍ خَسِيرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا صَوَابًا قَوِيًّا لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا عَذَابُكَ وَكَانُوا صَوَابًا قَوِيًّا لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا عَذَابُكَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِّكُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُذَكِّرُ إِلَّا الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدْدَ لَهُ وَلَا يَحِصُّ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَلْهُو وَتُحْمَلُ عَلَى الْأَقْدَامِ أَتَاهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلَمْ تَرَكَيْتَ فَعَلَ رَبِّكَ بِأَسْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ لِكَيْدِهِمْ فِي تَضَلُّلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَصَفِّ مَاءٍ قَوْلٌ لَّكُلِّ آلِفَةٍ مِّنْهُمْ شَرْعٌ لِّأَمْرٍ أَتَىٰ لَّهُمْ لَا يَخْفَىٰ لِيَكُونَ الْيَوْمَ حَسْبُكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সূরা আছর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) কসম যুগের, (২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকল্প করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সর্বের।

সূরা হামাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রত্যেক পক্ষাতে ও সম্মুখে পরনিদাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (৫) আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? (৬) এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, (৯) লম্বান-খাটুটিতে।

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাত করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, (৪) যারা তাদের উপর পাখরের কব্জর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্তিত তৃপ্তদশ করে দেন।

সূরা আছর

সূরা আছরের বিশেষ কথীলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হিশম (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবীগণের মধ্যে দু' ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। — (তিবরানী) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন : যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল। — (ইবনে-কাসীর)

সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারা মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে—ইমান, সংকল্প, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সর্বের উপদেশদান। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্পর্কিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দুটি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়েত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রতিধানযোগ্য বিষয় এই যে, বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অমিকাল তফসীরবিদ বলেন : মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূরায় যেসব কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোও এই যুগ-কালেরই দিবা-রাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং বাস্তবপথে চললে এটাই তার জন্যে বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ইমান ও সংকল্প—আত্ম-সংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সর্বের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রতিধানযোগ্য। وصيت ترواى থেকে উদ্ধৃত। কাউকে বলিষ্ঠ ভক্তিতে উপদেশ দেয়া ও সংকাজের জোর তাকীদ করার নাম ওসীয়াত। এ কারণেই মরণোন্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্যে যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়াত বলা হয়।

উপরোক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ওসীয়াতেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সর্বের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে—(এক) সত্যের অর্থ বিশ্বাস ও সংকল্পের সমষ্টি। আর সর্বের অর্থ যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হল 'আমর বিন মারফ তথা সংকাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হল 'নাই আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, নিজে যে ইমান ও সংকল্প অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেয়া। (দুই) সত্যের অর্থ বিশ্বাস

বিশ্বাস এবং সবরের অর্থ সংকাজ করা এবং মন্দকাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সংকর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই শামিল।

মুক্তির জন্যে নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরী : এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজের ধর্মকে কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সংকর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজের আমল মুক্তির জন্যে যথেষ্ট হবে না, বিশেষতঃ আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুর্কর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামাস্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সংকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের নিষেধ ফরয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সম্ভান-সমুত্তি কি করছে, সেদিকে জ্ঞানপূর্ণ নেই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

সূরা হুমাযাহ

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহে শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ তিনটি হচ্ছে **همز** - **جمع مال** ও **لمز** - প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে **همز** -এর অর্থ গীবত অর্থাৎ, পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং **لمز** -এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্প্রথের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারণ পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে **لمز** তথা সম্প্রথের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাজ্বিত করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَشَاوِعَ بِالنَّمِيمَةِ الْمَفْرُوقِينَ
الاحية الباغون للبراء العنت .

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে,

তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা হয় না, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দ্বীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়।

الْأَيْنُ تَطْلُبُ عَلَى الْإِنْفِ অর্থাৎ, জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাই বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্কিণ্ড হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয়-দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

সূরা ফীল

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধুলায় মিশিয়ে করে দেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল : মক্কা মোকাররমায় খাতামুল-আম্বিয়া (সাঃ)-এর জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়াজে দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি।—(ইবনে-কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক প্রকার মো'জ্জেরারূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জ্জেরায় নবুওয়ত দাবীর সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুওয়ত দাবীর পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জ্জেরার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলীকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় 'আরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুওয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগুলোকে 'আরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'আরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তী-বাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের অন্যতম।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْاُفْلِكِ — এখানে 'আপনি

কি দেখেননি' বলা হয়েছে ; অথচ এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে ; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা ও আসমা (রাঃ) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।